তারিখ ... 24 NOV 1997 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও ছেলেমি

বেলাল বেগ

প্রাথমিক শিক্ষায় বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পণ্ডিতের আবিষ্কার তাদের যেন চোখ খুলে দিয়েছে। ঐ আবিষ্কারের ভিত্তিতে শিশু শিক্ষার বিষয়গুলো কিভাবে উপস্থাপন করা যাবে এ নিয়ে মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর।

হারভার্ড পণ্ডিত হাওয়ার্ড গার্ডনার আবিষ্কার করেছেন মানুষের মস্তিষ্কের তিনটি ভাগে কোন্ কোন্ বুদ্ধিমত্তা লুকিয়ে থাকে। ঐ বুদ্ধিগুলো তিনি ধরেও ফেলেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর ইউনেস্কোর সৌজন্যে বহু অর্থ ব্যয়ে বর্ণাঢ্য বুকলেট এবং পোস্টারের মাধ্যমে ঐ বুদ্ধিগুলো প্রকাশ করেছে। বুদ্ধিগুলো মনে রাখার সুবিধার্থে সাজিয়ে নিয়ে বলা যায়, 'অতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ' অর্থাৎ VVILIMB. ইংরেজী শব্দগুলোর আদ্যক্ষর এই VVILIMB-এর শব্দগুলো হচ্ছে —

V—Visual /Special intelligence
V—Verbal/Liguistic intelligence
I—Inter personal intelligence.
L—Logical/Mathematical intelligence.
I—Intrapersonal intelligence.
M—Musical/Rhythmic intelligence.
B—Body/Kinesthetic intelligence.

বাংলাদেশ সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশ' হলে বলা যেত 'জানার কোন শেষ নেই, জানার চেষ্টা বৃথা তাই।' কিন্তু বাংলাদেশ একটি সদ্য স্বাধীন দেশ। আমাদের জন্য জ্ঞানই উন্নয়নের হাতিয়ার। তাই হাওয়ার্ড সাহেবের জ্ঞানদানও উপক্ষেণীয় নয়। এ দেশটি প্রায় আড়াই শ' বছরের শোষণের ফলে ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে 'মিসকিন' বলতে বাঙালীদের বোঝায়। আমরা যেমন 'বুদ্ধু' বলতে তাদের নির্বোধ আচরণকে বোঝাতাম। ভিক্ষাবৃত্তি উঞ্ছবৃত্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়ে আমরা এ যাবত এক লক্ষ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য খেয়ে ফেলেছি। এ জন্য আমেরিকার বিদেশ মন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বললেও আমরা বেহায়া বেকুবের মতো দন্তপাটি বিকাশ করে বলছি 'ও কিছু না, যে গরু দুধ দেয় তার লাথি খেতে হয় বৈকি।' বস্তুত আড়াই শ' বছরের গোলামি, ভিক্ষাবৃত্তি, উঞ্ছবৃত্তির প্রভাব আমাদের মস্তিষ্ককে এমনভাবে নির্জীব-নিষ্ফলা করে দিয়েছে যে আমাদের কোন বুদ্ধিবৃত্তি আপন বৈভবে কাজ করতে পারে না। বিদেশ থেকে আসা টাকা-পয়সা, বিচার-বুদ্ধি দ্বারা আমরা এমনই কুহকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি যে, জাতিসম্মান, আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে আমরা অর্থাৎ আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্ব পৌরাণিক ভেড়ায় পরিণত হয়েছি।

হারভার্ডের হাওয়ার্ড সাহেবকে নিয়ে হুলস্থুল বাঁধানোর মধ্যে আমাদের দাসাতার অভ্যাস ও প্রথা প্রকাশিত হয়েছে। হাওয়ার্ড সাহেবের আবিষ্কার খুব একটা মৌলিক ঘটনা নয়। গত এক শতাব্দী ধরে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে শিক্ষা প্রক্রিয়ার প্রায় সমস্ত বিষয়গুলো আরিষ্কৃত হয়েছে। ওগুলোর ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার নানাবিধ পদ্ধতি যেমন মনটেসরি, কিন্ডার গার্টেন প্রভৃতি চালুও হয়েছে। এ ছাড়া Behaviorist, Associationist. প্রভৃতি মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শিক্ষাদানে বিভিন্ন কলা-কৌশলও উদ্ভাবন করেছেন। প্রজেক্ট মেথডে পড়াতে গিয়ে সৃজনশীল শিক্ষকেরা বহুদিন ধরেই হাওয়ার্ড সাহেবের চিহ্নিত বুদ্ধিবৃত্তিগুলোর ব্যবহার করে আসছেন।

আমরা আমাদের স্বাধীনতার বিপ্লবী শক্তিকে অনেক আগেই খুইয়ে বসেছি। এখন সে শক্তিকে পুনর্জাগ্রত করে জাতীয় সত্তাকে পুনর্প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের বাঁচা-মরার প্রশ্ন। এমন কঠিন কাজ করার জন্য প্রথম প্রয়োজন শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যুরোক্র্যাসির দুর্গগুলোকে ধ্বংস করা। এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে সে সব মানুষকে যাঁরা নিজেদের জন্য নিজেদের মতো ভাবতে পারেন, যাঁরা বাঙালী জাতির জাগরণ ও সম্ভাবনার স্বপ্ন লালন করতে সক্ষম আছেন।

আসলে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতিই শেষ কথা নয়। কারণ প্রত্যেক শিশুই তার নিজস্ব নিয়ম ও চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাগ্রহণ করে। প্রকৃতির মতোই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য রহস্যময় এবং সীমাহীন বৈচিত্র্যে পূর্ণ। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণী কক্ষে শিক্ষাদান ঘটে বলে অনুসৃত কোন একটা শিক্ষা পদ্ধতি শৃঙ্খলা বজায় রাখে এবং শিক্ষা প্রক্রিয়াকে বহুলাংশে সার্থক করে। তবে একথা কিছুতেই বলা যাবে না যে, শিক্ষা পদ্ধতিই শিক্ষার সার কথা।

তাহলে শিক্ষার মূল কথা কি? আমাদের জন্য গৌরবজনক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রেখে গেছেন যে পূর্বপুরুষেরা, তারা কি তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের মানুষ করার উপযোগী কোন ধ্যান-ধারণাই রেখে যাননি? নিজেদের মন-মেধা বিদেশীদের কাছে বহুকাল যাবত বন্ধক দেয়া আছে বিধায় আমাদের রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষক, গবেষক, চিন্তাবিদগণ কখনও নিজেদের ক্ষমতা, সামর্থ্য ও সম্ভাবনার কথা ভেবে দেখার জন্য সময় দিতে পারেননি। সঙ্গত কারণে তাঁরা কেউ সন্দীপের সন্তোষপুর গ্রামের রাধা মাস্টারের অতুলনীয় ছাত্র-প্রেমের গল্প শুনতে পাননি। রাধা মাস্টারের একটাই ছেড়া পাঞ্জাবি এবং একটাই পরার মতো জীর্ণ ধুতি ছিল। স্কুল ছুটির পর ছেঁড়া গামছা পরে খালে মাছ ধরতেন ঠেলা জাল দিয়ে। শ্রেণী কক্ষে ঝুঁকে পড়ে তিনি যখন অন্য ছেলেমেয়েদের হাতের লেখা ঠিক করে দিতেন, দুষ্ট ছেলেগুলো তাঁর পিঠে কাঠ কয়লা দিয়ে লিখত 'রাধা গাধা'। গ্রামের একজন এ রকম প্রশ্রয় দেয়ার জন্য যখন মাস্টারকে তিরস্কার করত, 'তিনি বলতেন, 'লিখুক; লিখুক, লিখতে লিখতে হাত আসবে।' রাধা মাস্টার হয়ত পাগলাটে ছিলেন, কিন্তু তাঁর মতো অসংখ্য দরিদ্র শিক্ষকের জন্যই তো এদেশের শিক্ষার সামান্য হলেও বিস্তার ঘটেছে। আমাদের অগণিত অতীত শিক্ষকদের কাছ থেকে কি কিছুই শেখার ছিল না? শিক্ষা-গবেষক, শিক্ষণ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের কৃতী শিক্ষকদের অবদান এবং চিন্তা-চেতনা সম্বন্ধে কখনও খোঁজ নেয়নি সামগ্রিক হীনমন্যতার কারণে। বলা বাহুল্য, শিক্ষাবিদদের এ অক্ষমতার জন্য শিক্ষাদান ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতার নিজস্ব পুঁজি গড়ে ওঠেনি। এবার আসা যাক শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষা-দর্শন প্রসঙ্গে। এর দু'টি দিক রয়েছে। একদিকে রয়েছে শিশু তথা মানব-সত্তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, অন্যদিকে শিক্ষার সমাজগত এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারিক বিষয়গুলো। সমাজ ও কালের বিবর্তনে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো অবিরাম বদলাতে থাকে। কিন্তু মানব সত্তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির তেমন পরিবর্তন হয় না, কারণ মানবিক ব্যাপারগুলো চিরন্তন। শিক্ষা-দর্শনের এ দিকটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এ মানব সত্তার ধারণা যখন যে দেশে প্রস্ফুটিত হয়েছে সে দেশ সে জাতি সে সময়ে জগতসভা আলোকিত করেছে।

মানব সত্তার এ বিষয়টি 'পাখির পড়া' নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রূপক দিয়ে বলেছেন, যে পড়া পাখির নড়া-চড়া, গান গাওয়া শিস দেয়া ভুলিয়ে দেয় তা সত্তার মৃত্যু ঘটায়। এটাকে বার্ট্রান্ড রাসেল অন্যভাবে বলেছেন শিশুকে যে সম্মানিত করতে পারে না তার বাবা-মা বা শিক্ষক হবার অধিকার নেই। শিশুকে আদব-তমিজ শেখানো, বাবা-মা মুরব্বিদের সম্মান করতে শেখানো আমাদের হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ ধর্মীয় সাংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। 'কাঁচাতে না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে টাস টাস' প্রবাদে ফুটে উঠেছে শৈশবকালে শিক্ষার গুরুত্ব। 'ছেলেটাকে মানুষ করতে হবে'— সাধারণ এ কথায় আমাদের শিক্ষা দর্শন পরিপূর্ণভাবে ব্যক্ত আছে। কিন্তু নিজেদের ধ্যান-ধারণার খোঁজ কেউ নেয়নি।

আমাদের শিক্ষাকে গণমুখী করার উচ্চ-বাচ্য শোনা গিয়েছিল স্বাধীনতার পর পরই। এসব বায়বীয় উচ্চনাদ কোথাও কখনও কোন কমিটি বা কমিশনের কানে গেলেও কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এর কোন বাস্তব সংশ্লেষ ছিল না। এভাবে শিক্ষার বাস্তব পরিবেশে আমাদের জাতীয়তাবোধ এবং জাতিগত মূল্যবোধ অনুপস্থিত থেকে গেল। শিক্ষা দর্শনের উপলব্ধি, তার প্রয়োগ এভাবে অবহেলিত থাকার চূড়ান্ত পরিণতিতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অর্থহীন হয়ে আছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দলাদলি হানাহানির কেন্দ্র এবং আমাদের শিক্ষক সমাজ বিদ্যাব্যবসায়ী শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

আমাদের বর্তমান শিক্ষা পরিবেশে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার বৃদ্ধি, শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি, শিক্ষার মানোন্নয়নের গবেষণা প্রভৃতি কর্মকাণ্ড দূরারোগ্য একজিমারই বিস্তার ঘটাচ্ছে। ইউএনডিপি, ইউনেস্কো অকাতরে অর্থ ঢেলে এ একজিমাকে আরও স্থায়ী করে দিচ্ছে। তাদের অর্থে শিক্ষা-ব্যুরোক্র্যাসি তাদের রাজত্ব বজায় রাখছে আর নিচে নিচে গলে-পচে নষ্ট হচ্ছে জাতি এবং সমাজ। বাচ্চারা কেমন করে শেখে— এ মূল্যবান তত্ত্ব নিয়ে শিক্ষা-প্রভুরা যখন ব্যস্ত, ছাত্ররা তখন শিখছে প্রতারণা, খুন, লুট, হাইজ্যাকের কলা-কৌশল। শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন যখন সবেচেয়ে জরুরী সে কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা ব্যস্ত বাড়তি আয়ের সন্ধানে। তাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব যাদের তারা ছুটি-ছাটা নিয়োগ-বদলি প্রভৃতির মাধ্যমে ঢেউ গুনে পয়সা বানাচ্ছে।

শিক্ষার বিশাল আস্তাবল পরিষ্কার করার জন্য বিরাট কিছু চাই। চীন তার বিপ্লবলব্ধ চিন্তা-চেতনাকে শিক্ষা ব্যবস্থায় দেদীপ্যমান করার জন্য নতুন ধ্যান-ধারণা, পদ্ধতি উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করার প্রস্তুতি হিসাবে এক বছর গতানুগতিক শিক্ষা-ব্যবস্থা স্থগিত রেখেছিল। এ স্থগিত অবস্থায়ও কিন্তু শিক্ষা-প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল।

আমরা আমাদের স্বাধীনতার বিপ্লবী শক্তিকে অনেক আগেই খুইয়ে বসেছি। এখন সে শক্তিকে পুনর্জাগ্রত করে জাতীয় সত্তাকে পুনর্প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের বাঁচা-মরার প্রশ্ন। এমন কঠিন কাজ করার জন্য প্রথম প্রয়োজন শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যুরোক্র্যাসির দুর্গগুলোকে ধ্বংস করা। এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে সে সব মানুষকে যাঁরা নিজেদের জন্য নিজেদের মতো ভাবতে পারেন, যাঁরা বাঙালী জাতির জাগরণ ও সম্ভাবনার স্বপ্ন লালন করতে সক্ষম আছেন।